খ্রীষ্টাডেলফিয়ান

(খ্রীষ্টেতে ভাই ও বোন)

বাইবেল ভিত্তিক একটি সম্প্রদায়ের সূচনা

রব হাইন্ডম্যান

খ্রীষ্টাডেলফিয়ানরা একটি ছোট শক্তিশালী ধর্মীয় সম্প্রদায় যারা আদি খ্রীষ্টিয় মন্ডলীর হারানো বিশ্বাস ও চরিত্র ফিরে পেতে চায় ।

প্রায় ১৫০ বছর পূর্ব থেকে ‘‘খ্রীষ্টাডেলফিয়ান’’ নামটি ব্যবহৃত হচ্ছে । এটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ “খ্রীষ্টেতে ভাই এবং বোন” । (কলসীয় ১ঃ২ এবং ইব্রীয় ২ঃ১১)

আমরা খ্রীষ্টাডেলফিয়ানরা যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিন আমেরিকা, ভারত এবং আফ্রিকায় অধিক সংখ্যায় থাকলেও পৃথিবীতে ১২০ টির ও বেশী দেশে ছড়িয়ে আছি । আদি খ্রীষ্টিয়ানদের মত আমরা নিজেদের ঘরে, কখনো ভাড়া করা ঘরে এবং ক্ষেত্র বিশেষে আমাদের নিজেদের পাহাড়ে একত্রে মিলিত হই । (প্রেরিত ১ঃ১৩-১৪, ২ঃ৪৬-৪৭, ১৮ঃ৭, ১৯ঃ৯, ২৮ঃ৩০)
আমাদের সম্প্রদায়টি প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টিয়ানদের আদর্শে/ছকে প্রতিষ্ঠিত । প্রত্যেকটা ধর্ম সভাকে বলা হয় “ইকলেশিয়া” (গ্রীক নতুন নিয়ম শব্দে সেটা চার্চ/মন্ডলী)। আমাদের কোন বেতনভুক্ত পালক বা শ্রেনী ভেদ নেই । ধর্ম সভার প্রত্যেক সদস্যরা একে অপরকে ভাই অথবা বোন বলে সম্বোধন করে এবং প্রত্যেকেই আমাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত । প্রত্যেক সদস্যরা তাদের শ্রম এবং সময় দিয়ে বিনা পারিশ্রমেই ঈশ্বরের কাজ করে । (রোমীয় ১২ঃ৪-৮, ১ম করি; ১২ঃ৪-২৭, গালাতীয় ৩ঃ২৮)
আমরা বাইবেলকে আমাদের একমাত্র পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহন করি এবং বিশ্বাস করি যে, বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য । আমাদের সদস্য পদ তাদের জন্য উন্মুক্ত যারা একই বিশ্বাসী হয়ে বাপ্তিস্ম (জলে সম্পূর্ণভাবে ডুব দিয়ে) নিয়েছেন।

একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রেরিতদের সময় থেকে এ পর্যন্ত অনেক বিশ্বাসী খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বিশ্বাসে বিশ্বাসী । পৃথিবীতে অসংখ্য স্বাধীন সম্প্রদায় আছে যারা আগ্রহের সাথে বাইবেল পড়ে এবং এর সরল শিক্ষাগুলি গ্রহন করে ।

খ্রীষ্টাডেলফিয়ানদের বিশ্বাস সমূহ এবং এর অনুশীলন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আদি খ্রীষ্টিয়ানদের প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর কিছু দলিলে যেমন প্রেরিত ক্লেমেন্ট, দিদেইচ এবং প্রেরিতদের ধর্ম মতে -

ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় স্বাধীনতার সংস্কারের শুরুতে একই বিশ্বাস এবং এর অনুশীলণ পরিলক্ষিত হয় । কিছু বাইবেল গবেষনাকারী দলের মধ্যে যেমনঃ সুইস এ্যানা ব্যাপ্টিস্ট এবং পোলীয় সসিনিয়ান । আদি ইংরেজ ব্যাপ্টিস্টদের ও একই বিশ্বাস ছিল (যদিও তাদের বর্তমান বংশধরেরা তা ধরে রাখেনি)।

আঠার শতকে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব যেমন স্যার আইজাক নিউটন এবং উইলিয়াম, হুইসটনেরা ও এই বিশ্বাস গুলি ধারণ করছিল ।
অধুনা খ্রীষ্টাডেলফিয়ানদের আসল জাগরণ শুরু হয় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সংস্কার ও পূণঃজাগরণের সময়ে । আমেরিকায় একজন চিকিৎসক, জন থোমাস প্রকাশ করেন "ঈশ্বরের রাজ্যের অগ্রদূত " যাতে ছিল পুনরুত্থান এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষা। বৃটেনে রবার্ট রবার্টস নামে একজন সাংবাদিক একই বিষয়ে প্রকাশ করেন "আাগামীর রাজদূত" নামক বইতে । থোমাস ও রবার্টস কোন ঐশ্বরিক দর্শন বা ব্যক্তিগত দর্শন প্রত্যক্ষ করার দাবী করেননি । তারা চেয়েছিল একনিষ্ঠভাবে বাইবেলের ছাত্র হতে । ১৮৬১ সালে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন যে খ্রীষ্টিয়ান দলগুলি যুদ্ধ করেনি, তাদেরকে যুক্তরাষ্ট সরকারের নথিভূক্ত হতে হয়েছিল ।

স্যাম কফম্যান ও ওগলি প্রদেশের অন্যান্য ভাইয়েরা এবং ইলিনয়েস প্রথম নথিভুক্ত খ্রীষ্টতে ভাই অথবা খ্রীষ্টাডেলফিয়ান । এই নামটাকে আমেরিকা ও বৃটেনের অনেক সমমনা বিশ্বাসী দল গ্রহন করেছিল । তখন থেকেই সারা পৃথিবীতে সম্পূর্ণ খ্রীষ্টাডেলফিয়ান দল প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে ।

এই পুস্তিকার পরবর্তী অংশগুলি পরিচয় করিয়ে দেবে -

১. আমাদের বিশ্বাস
২. আমাদের জীবনযাপন
৩. আমাদের সহভাগিতা, প্রার্থনা ও স্বাক্ষ্য

আমাদের বিশ্বাস

বাইবেল ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, বাইবেলই একমাত্র বই যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মানুষের মাঝে প্রকাশিত হয়েছেন; দিয়েছেন তাঁর ও তাঁর সন্তানে বিশ্বাস করার সুযোগ । এটাই আমাদের একমাত্র নির্ভর যোগ্য জ্ঞান এবং আমাদের উচিত এটা ভক্তিভরে পড়া ও প্রত্যেকটা নির্দেশ আন্তরিকতার সাথে গ্রহন করা । (২য় তীমথিয় ৩ঃ১৬-১৭, ১ম পিতর ১ঃ১০-১২, ২য় পিতর ১ঃ২০-২১, প্রেরিত ১৭ঃ১১, ইফিসীয় ২ঃ২০, রোমীয় ১৬ঃ২৬)

ঈশ্বরঃ

ঈশ্বরই একমাত্র অনন্ত ও অমরণশীল । যীশু তাঁর একজাত পুত্র এবং পবিত্র আত্মা তার শক্তি । (২য় বিবরণ ৬ঃ৪, লুক ১ঃ৩৫, প্রেরিত ১ঃ৮, ১ম করি; ৪ঃ৬, ১ম তীমথিয় ১ঃ১৭, ২ঃ৫, ৬ঃ১৬)

মানুষঃ

মানুষ মরণশীল এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পাপী । মানুষের সমস্ত প্রবনতা পাপের দিকে এবং যার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু - সমস্ত জীবনের শেষ । (যিরমিয় ১৭ঃ৯, মার্ক৭ঃ২১-২৩, রোমীয় ৩ঃ২৩, যাকোব ১ঃ১৩-১৫, রোমীয় ৬ঃ২৩, উপদেশক ৭ঃ৫,১০, গীতসংহিতা ১১৫ঃ১৭, ১৪৬ঃ৪)

আশাঃ

আমাদের একমাত্র আশা যে, এই পৃথিবীতে মৃত্যুর পর শারিরীক পুনরুত্থান এবং অনন্ত জীবন পেয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা । (গীতসংহিতা ৪৯ঃ১২-২০, যোহন ১১ঃ২৫-২৬, প্রেরিত ২৪ঃ১৫, রোমীয় ৪ঃ২২-৩৯, ১ম করি; ১৫ঃ১২, প্রকাশিত বাক্য ৫ঃ১০, ২০ঃ৪)

প্রতিজ্ঞাগুলিঃ

সুসমাচার থেকে প্রতিজ্ঞাগুলি আলাদা করা অসম্ভব কারণ ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিল পুরাতন নিয়মে অব্রাহাম ও দায়ূদের কাছে । এই প্রতিজ্ঞাগুলি পূরণ হয়েছে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে । (প্রেরিত ১৩ঃ৩২, আদিপুস্তক ১৩ঃ১৪-১৭, ২২ঃ১৫-১৮, ২য় শমুয়েল ৭ঃ১২,১৬, লুক ১ঃ৩১-৩৩, গালাতীয় ৩ঃ৬-৯, ১৬ঃ২৬-২৯)

ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করলেন --------

ঈশ্বর ভালবাসার জন্যই তার সন্তান, মানুষ যীশু খ্রীষ্টকে পাঠিয়েছিলেন মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করতে । যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করবে তারা ধ্বংস হবে না, কিন্তু অনন্ত জীবন পাবে । (মথি ১ঃ২০-২১, ৩ঃ১৭, লুক ১ঃ৩৫, যোহন ৩ঃ১৬)

খ্রীষ্টের ত্যাগ স্বীকারঃ

যীশু ছিলেন নিষ্পাপ । তিনি তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ধার্মিকতা এবং ত্রান দেখিয়েছেন তাদেরকে যারা এই ত্যাগ স্বীকারকে বিশ্বাসে গ্রহন করে। ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে উঠিয়ে দান করেছেন অমরণশীলতা, তাঁকে দেওয়া হয়েছে স্বর্গ ও পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করতে এবং তাঁকে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে রাখা হয়েছে । (রোমীয় ৩ঃ২১-২৬, ইফিসীয় ১ঃ১৯-২৩, ১ম তীমথিয় ২ঃ৫-৬, ইব্রীয় ৪ঃ১৪-১৬)

যীশুর পুনরাগমনঃ

যীশু শীঘ্রই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন । তিনি অনেক মৃতগণকে উঠাবেন এবং জীবিতদের বিচার করে, বিশ্বস্তদের ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত জীবন দান করবেন। (দানিয়েল ১২ঃ২, মথি ২৫ঃ৩১-৩৪, লুক ২১ঃ২০-৩২, যোহন ৫ঃ২৮-২৯, প্রেরিত ১ঃ১১, ২য় তীমথিয় ৪ঃ১, প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ১২)

ঈশ্বরের রাজ্যঃ

ঈশ্বরের রাজ্য এই পৃথিবীতে স্থাপিত হবে । যীশু যিরুশালেমে রাজা হয়ে সারা পৃথিবী শাসন করবেন এবং তাঁর শাসন অনন্ত ধার্মিকতা ও শান্তি বয়ে নিয়ে আসবে । (গীতসংহিতা ৭২, যিশাইয় ২ঃ২-৪, ৯ঃ৬-৭, ১১ঃ১-৯, ৬১ঃ১-১১, যিরমিয় ৩ঃ১৭, দানিয়েল ২ঃ৪৪, ৭ঃ১৪,২৭, প্রেরিত ৩ঃ২১)

মুক্তি/পরিত্রাণের পথঃ

ঈশ্বরের রাজ্যে ঢোকার একমাত্র পথ হল বিশ্বাস ও যীশু খ্রীষ্ট । এর সাথে জড়িয়ে আছে বাইবেলে বিশ্বাস ও এতে বর্ণিত করণীয় বিষয়ের প্রতি বাধ্য থাকা যা নর-নারীর পাপ স্বীকার, অনুশোচনা, বাপ্তাইজিত হয়ে খ্রীষ্টকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করাকে বোঝায় । (মথি ১৬ঃ২৪-২৭, মার্ক ১৬ঃ১৬, যোহন ৩ঃ৩-৫, প্রেরিত ২ঃ৩৭-৩৮, ৪ঃ১২, ২য় তীমথিয় ৩ঃ১৫, ইব্রীয় ১১ঃ৬)

কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যঃ

প্রায়ই আমাদের বলা হয় "অন্যান্য খ্রীষ্টিয় দল থেকে আপনাদের পার্থক্য কতটুকু? আমাদের বৈশিষ্টপূর্ণ ধর্মসভা (যার কোন যাজক বা শ্রেনী বিভেদ নেই) ছাড়াও কিছু ধর্মীয় মতবাদ অধিকাংশ মন্ডলীর মতবাদের থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা । আমরা ত্রিত্ববাদ অগ্রাহ্য করি । যে মতবাদ খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ৩০০ বছর পর মন্ডলীর বির্তকের জন্য হয়েছিল (নিকিয়া পরিষদ ৩২৫ খৃষ্টাব্দে)। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, যীশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র কিন্তু কোথাও বলে না যে, তিনি স্বর্গে পুত্র ঈশ্বর হিসাবে আগেই ছিলেন । ত্রিত্ববাদ খ্রীষ্টের মানবতা এবং দুঃখভোগের কাজকে মূল্যহীন করে তোলে । যদি তিনি ঈশ্বর হতেন তবে তাঁকে পরীক্ষিত ও পরে মরতে হত না । (১ম তীমথিয় ২ঃ৫, ১ম করিন্থীয় ১১ঃ৩, ইব্রীয় ৫ঃ৮) ।

আমরা আরও একটি জনপ্রিয় ধারণা "অমরণশীল আত্মা" অস্বীকার করি, যার অর্থ বা যেটা বলে মানুষ মরে গেলে তার আত্মা স্বর্গে চলে যায় । বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, বিশ্বাসীদের একমাত্র অনন্ত জীবন পুনরুত্থানে, সেটা আসবে যীশুর পুনরাগমনের মধ্য দিয়ে । (যোহন ৩ঃ১৩, প্রেরিত ২ঃ৩৪, ১ম থিষলনীকীয় ৪ঃ১৬, রোমীয় ৫ঃ১০)

আমরা বিশ্বাস করি যে, শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যই বাপ্তিস্ম প্রয়োজন। শিশুদের উপর জল ছিটানো বাপ্তিস্মের মধ্যে পড়ে না । (যোহন ৩ঃ৫, কলসীয় ২ঃ১২, ১ম পিতর ৩ঃ২১)

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, বাইবেল মানুষের পাপময় স্বভাব বুঝাতে "ডেভিল" রূপক শব্দটি ব্যবহার করেছে এবং আমরা আরও অস্বীকার করি "অতিন্দ্রীয় শক্তির মতবাদ" । (যিশাইয় ৪৫ঃ৭, মার্ক ৮ঃ৩৩, যোহন ৬ঃ৭০, ইব্রীয় ১ঃ১৪) ।

আমাদের জীবনযাপন প্রনালীঃ

বাইবেল 'জীবনের পথ প্রদর্শক'

বাইবেলই হচ্ছে আমাদের নির্ভরযোগ্য জ্ঞান যার উপর ভিত্তি করে আমাদের জীবন চলে । খ্রীষ্টাডেলফিয়ানদের বহু বিস্তৃত পথটি হল পরিকল্পিতভাবে বাইবেল পড়া, যার মাধ্যমে সুসংগঠিতভাবে বৎসরে একবার পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম দুইবার শেষ করতে পারি । অনেক পড়ার চেয়ে এই পড়ায় গভীরতা বেশী । (রোমীয় ১৫ঃ৪, ১ম থিষলনীকীয় ২ঃ১৩, যাকোব ১ঃ২২, ২য় তীমথিয় ২ঃ১৫)

প্রার্থনাঃ

নতুন নিয়মের উদাহরণ ও খ্রীষ্টের নির্দেশাবলী অনুসরণ করে যীশুর কাছে প্রার্থনা না করে আমরা আমাদের স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের কাছে তার পুত্র যীশুর নামে প্রার্থনা করি । এই প্রার্থনা খ্রীষ্টের (যিনি আমাদের সব দূর্বলতা জানেন)। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্হাপনে কোন বাঁধা হয় না । (যোহন ১৫ঃ১৬, ১৬ঃ২৬, ইব্রীয় ২ঃ১৫)

কাজঃ

পৌলের শিক্ষা ও উদাহরণ অনুসরণ করে খ্রীষ্টাডেলফিয়ানদেরও লক্ষ্য সৎভাবে কাজ করে নিজেদের এবং পরিবারের ভরণপোষন করে । মাত্র কয়েকটা জীবিকা আমরা এড়িয়ে চলি (রাজনীতি, সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং অপরাধ আইন সম্পর্কিত পেশা)। ১ম তীমথিয় ৫ঃ৮, ২য় থিষলনীকীয় ৩ঃ৬-১২

পারিবারিক জীবনঃ

স্বামী-স্ত্রীকে আমরা খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর সম্পর্কের সাথে তুলনা করি । তাই আমরা বিবাহকে চরম পবিত্র বিষয় হিসাবে গ্রহন করি । শিশুকে ঈশ্বরের জ্ঞানে লালন পালন করা হয় সান্ডে স্কুলের এবং পিতামাতার সাথে একত্রে বাইবেল পড়ানোর মধ্য দিয়ে। বয়স্করা তাদের পরিবার এবং ভ্রাতৃগণের মধ্য দিয়ে সেবা যত্ন পেয়ে থাকে।

দানঃ

খ্রীষ্টাডেলফিয়ানরা একক ভাবে এবং দলগতভাবে সমাজ সেবা ও প্রচার কাজকে একসঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করে না, যাতে মানুষ যেন ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে খ্রীষ্টের কাছে না আসে । (গালাতীয় ৬ঃ১০, যাকোব ১ঃ২৭, ২ঃ১৫-১৬, মথি ৬ঃ১-৪, যোহন ৬ঃ২৬) আমরা আমাদের আয়ের দশমাংশ দান করি না । কারণ পুরাতন নিয়মের দশমাংশ ছিল লেবীয় বা যাজকদের জীবন ধারণের জন্য যা এখন বর্তমানে বিলুপ্ত । (গননা ১৮ঃ২৪, ইব্রীয় ৭ঃ১-২৮)

আত্মা এবং মাংসঃ

বাপ্তিস্মের সাথে আমাদের জীবনের পরিবর্তন অবশ্যই থাকতে হবে । মাংসের বশে না চলে আত্মার বশে জীবন চালাতে হবে । এর মানে এই নয় যে, কোন অতীন্দ্রিয় আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস । আমরা বিশ্বাস করি যে, মাংস অথবা দিয়াবল (ডেভিল) অনেক শক্তিশালী । কিন্তু আমরা অনুধাবন করি যে, ঈশ্বর আমাদের মাঝে সক্রিয় ভাবে বাস করেন তাঁর বাক্য ও সদয় তত্ত্বাবধায়নের মাধ্যমে । (রোমীয় ৬ঃ১-৪, মার্ক ১৪ঃ৩৮, গালাতীয় ৫ঃ২২-২৫)

বিশ্বাস ও অনুগ্রহঃ

আমরা চেষ্টা করি ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রেখে চলতে এবং বিশ্বাসে বলবান হতে যা আমাদের প্রার্থনা ও ভাল কাজে প্রকাশ পায় । একই ভাবে আমরা উপলব্ধি করি যে, পরিত্রান অনুগ্রহে হয় । ইফিসীয় ২ঃ৮ ঈশ্বরের সাহায্যে আমরা প্রত্যেকদিন তাঁকে খুশি করতে ও মেনে চলার চেষ্টা করি, খ্রীষ্টকে অনুকরণ করার চেষ্টা করি, যিনি তাঁর পিতার একান্ত বাধ্য ছিলেন। সেই জন্য আমরা কাজে উদ্যোমী, বিবাহে বাধ্য দানে অকৃপন, প্রচারে উৎস্বর্গীকৃত এবং আমাদের ঈশ্বরে সুখী থাকি জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

আমাদের সহভাগিতা, উপাসনা এবং সাক্ষ্যঃ

সভাঃ

সপ্তাহের একটি দিন আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করতে একত্রিত হই এবং রুটি ভাঙ্গা ও দ্রাক্ষারস পান করার মধ্যদিয়ে তাঁর পুত্রকে স্মরণ করি ।প্রত্যেক বাপ্তাইজিত সদস্য এই রুটি ও দ্রাক্ষারস সম্মিলিত ভাবে পান করে । (১ম করিন্থীয় ১১ঃ২৩-২৬, ১২ঃ১৩, মথি ২৬ঃ২৬-৩০) রুটি ও দ্রাক্ষারস পান করা ছাড়াও এই সভায় প্রার্থনা, বাইবেলের দুটি কি তিনটি অধ্যায় পড়া, কয়েকটা গান এবং বাইবেল ভিত্তিক (প্রেরণার বাক্য) উৎসাহ দান ইত্যাদি হয়ে থাকে। প্রত্যেক সপ্তাহে ভিন্ন ভিন্ন ভাইয়েরা কথা বলেন । (ইফিসীয় ৫ঃ১৯, ১ম তীমথিয় ৪ঃ১৩, ইব্রীয় ৩ঃ১৩)

এই সভায় অংশগ্রহন করা আমাদের ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু । অধিকাংশ দেশে এই সভা হয় রবিবারে (যদিও অনেক দেশে এ সভা হয় শনিবারে বা বাংলাদেশে শুক্রবারে যেমন নেপাল যেখানে রবিবার সাধারণ ছুটির দিন নয়)। শিশুরা সান্ডেস্কুলে বাইবেলের বিষয় শেখে । (প্রেরিত ২ঃ৪২, ২০ঃ৭, ১ম করিন্থীয় ১৬ঃ২) অধিকাংশ স্থানীয় দল সপ্তাহে এক বা একাধিক সন্ধ্যায় বাইবেল ক্লাশ করে সেই সাথে যুবদলের কার্য্যক্রমও চলে ।

বাইবেল স্কুলঃ

খ্রীষ্টাডেলফিয়ানদের কোন ধর্মতত্ত্ব স্কুল বা সেমিনারী নাই । এর পরিবর্তে সব সদস্যদের জন্য বাইবেল স্কুল আছে । প্রত্যেক বৎসর খ্রীষ্টাডেলফিয়ানরা ১ সপ্তাহ বা কিছু সাপ্তাহিক ছুটির দিন বাইবেল স্কুল বা বাইবেল শিক্ষা ক্যাম্পে কাটায় । এই বাইবেল স্কুল বা বাইবেল শিক্ষা ক্যাম্প কোন মন্ডলীতে অথবা কলেজে হয়ে থাকে যাদের ক্যাম্পে উপযোগী সুবিধা আছে ।

প্রতিষ্ঠানঃ

প্রত্যেক (ইক্লেসিয়া) মন্ডলী স্ব-নিয়ন্ত্রিত । এখানে কোন জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক নেতৃত্ব বা প্রধান অফিস নেই । কিন্তু খ্রীষ্টাডেলফিয়ানরা বিশ্বব্যাপী সাধারণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে একই সহভাগিতা দেয় । এইভাবে প্রত্যেক মন্ডলীর/খ্রীষ্টিয় সহভাগিদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক ও মত গড়ে ওঠে যা অনেক প্রচলিত মন্ডলীর মধ্যে পাওয়া যায় না । এটাই হল নতুন নিয়মের আদর্শ । (ইফিসীয় ৩ঃ১৫, ৪ঃ১-৬, ১ম যোহন ১ঃ৬-৭) যিরুশালেমের প্রকৃত মন্ডলীর বারজন প্রাচীনদের/বয়স্কদের দায়িত্ব ছিল "বাক্যের পরিচর্য্যাকারী" (প্রচার ও শিক্ষা) এবং সাতজন পরিচর্য্যাকারীর দায়িত্ব ছিল "খাদ্য পরিচর্য্যাকারী" (সেবা) । একইভাবে ইফিষীয় মন্ডলীতে কয়েকজন তত্ত্বাবধায়ক ছিল (যাদের বলা হত বিশপ) যার অর্থ বয়স্ক / প্রাচীন। এই নিয়ম বর্তমান মন্ডলীর একজন বেতনভূক পালক এর বিপক্ষে । (মথি ২৩ঃ৪ -১১, প্রেরিত ১ঃ২৩-২৬, ৬ঃ১-৬, ২০ঃ২৮)

প্রচারঃ

প্রত্যেক বিশ্বাসীদল তাদের স্থানীয় অঞ্চলে খ্রীষ্টের নামে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করার চেষ্টা করে । (প্রেরিত ৪ঃ১২, ২৮ঃ৩১, ২য় তীমথিয় ৪ঃ২) অনেক সদস্যরা স্থানীয় ভাই-বোনদেরকে প্রচার ও সাহায্য করতে বিদেশে যায় । এই ধরণের প্রচার কাজকে ধরা হয় ঘরের লোকদের কাছে প্রচার করা যা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রম বা অবৈতনিক । (প্রেরিত ২ঃ৩৩-৩৪, ১ম থিষলনীকীয় ২ঃ৯) খ্রীষ্টাডেলফিয়ানরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্যায়ক্রমিক বাইবেল সেমিনার, বাইবেল ক্যাম্প, বাইবেলের উপর বিভিন্ন পুস্তিকা এবং পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে । পৌলের মত আমাদেরও লক্ষ্য হল "বিনামূল্যে সুসমাচার প্রচার করা" । (১ম করিন্থীয় ৯ঃ১৮)

একটি নিমন্ত্রণঃ

খ্রীষ্টাডেলফিয়ানরা ঈশ্বরের কাজে নিয়োজিত এমন একটি আন্তরিক সম্প্রদায় যারা তাদের সাধ্যমত ঈশ্বরের কাজ করতে চেষ্টা করে । যদি আপনি আমাদের সম্পর্কে আরও বেশী জানতে চান তবে পিছনের মলাটের উপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ।

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত

পি ও বক্স নং১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ. ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

Christadelphians, Brothers and Sisters in Christ

By Rob Hyndman

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

PO Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**